ঠাকুর-মশাই।

(Goldsmith-এর Village preacher এর অনুকরণে)

'পতিত' জমি ঐ যে যেথায় হাস্‌ত বাগান একটু যেতে
বুনোগাছের' জঙ্গলেতে বাড়ছে যেথায় ফুলগাছেতে,
গুল্মলতা বন্যগাছে ঐ যেথান আজ প্রকাশ করে
ঐখানেতেই ঠাকুরমশাই থাক্‌ত নিজের ছোট্টঘরে
সারাগ্রামের ছিলেন প্রিয় মানুষটা যে বড্ড খুসী;
এক বছরে ষাটটী টাকা তাইতে তাঁহার চলত বেশই।
নগর থেকে অনেক দূরে বইত তাঁহার দেবতা-জীবন,
জায়গা নিজের বদলাতে তাঁর কখনও হয়নিক মন।
খোসামোদের ধার্‌ত না-ধার বল্‌ত না সে হুজুর সাহাব,
সময়মাফিক মত বদলে চাইত না সে উচ্চ খেতাব,
আর একটা যে উচ্চ আশা ঠাকুর মনে পুষ্‌ত বড়
নিজের চেয়ে দুর্ভাগাদের তুলতে ছিলেন অধিক দড়।
ভবঘুরে সকলেরই তাঁহার বাড়ী ছিল জানা
দুঃখ তাদের দূর করিতেন, লক্ষ্যহারা জীবনখানা।
অতিথ্‌ তাঁহার যে জন পেত ভূল্‌ত নাক তাঁহার গেহ,
চামরচুলা শ্মশ্রুগুলা বুলাত যার সকল দেহ।
গর্ব্বী জাতি উড়িয়ে টাকা আস্‌ত যবে বিনয়-ভরে
ফিরায়নিক কখনও ঠাকুর তাদের নিরাশ করে।
ঠাকুর কভু দোষের গুণের কর্ত্তা নাক' বিচার মিছে
আগে দিতেন হৃদি-স্নেহ অর্থ দিতেন তাহার পিছে।
দুঃখীর দুঃখ নিরাশ করা এই ছিল যে গর্ব্ব তাঁরি
না পারাও নাবিয়ে দিত ধর্ম্ম কিনার পাল্লা দাঁড়ি।
আস্‌ত যখন কাজের আহ্বান ছুটে যেতেন ঠিক সেইক্ষণ
সকলেরই জীবন ভ'রে ফুট্‌ত তাঁহার মহান্‌ জীবন।
ছোট্ট তাহার বাচ্ছাটীকে আকাশ-মাঝে উড়িয়ে নিতে

পাখী যেমন যত্ন করে স্নেহের মোহন ঝুলন-গীতে,
তেমনি তিনি প্রয়াস পেতেন সত্য পথে কর্ত্তে লোভী
নিজেই তিনি পথ দেখাতেন বিপথেতে বড্ড ক্ষোভী।
পাপের ভারে দুঃখশোকে জীর্ণ হৃদি মুহ্যমান,
শিউরে উঠে মরণগামী স্মরণ-তরে কাতর প্রাণ,
কে ঐ পাশে বসে নিয়ে অভয় আশীষ সৌম্যবীর
কাহার পরশ দূর ক'রে দেয় দুখকাতরের অশ্রুনীর; ?
ঠাকুর মশাই ওযে মোদের ভয়ব্যাকুলের শান্তিবীণ
মর্ম্মে উঠে মরণগামীর বন্দনাগীত কণ্ঠ ক্ষীণ।
পূজার শেষে কান্ত দেহে ধেয়ান-রত মূর্ত্তিখান,
বিচ্ছুরিত দীপ্তিমাঝে জ্বল্‌তে থাকে জ্যোতিষ্মান্।
গম্ভীর তাঁর মন্ত্রভাতি প্রবল বেগে উঠত জ্বলে
হাস্‌তে যা'রা আস্‌ত তা'রা পড়ত ঢলে চরণ-তলে।
পূজার শেষে চরণধূলা বক্ষে লেপে মুক্ত প্রাণ
ধন্য হ'ত সরল চাষী, ভাব্‌ত নিজে ভাগ্যবান্।
সরলহাসে স্নেহের আশে ধাইত পিছে শিশুর দল
কাপড় ধ'রে টান্‌ত তাঁহার, স্নেহের টানে বিচঞ্চল।
জাগান তাঁর হাস্যটুকু বাপের স্নেহে উঠ্‌ত ভ'রে
তাদের সুখই সুখ ছিল তাঁর তাদের দুখে অশ্রু ঝরে।
হৃদয়-স্নেহ অর্ঘ তাঁহার তাদের মাঝে উঠ্‌ত ফুটে
স্বর্গে ছিল গোপন আশা, নিদমহলের দ্বারটী টুটে।
ঠিক যেন ঐ বিরাট পাহাড় লাফিয়ে-উঠা ভূঁইথেকে
ঠেকছে নভে আধপথেতে ঝড়ঝাপ্টা সব রেখে
বক্ষ তাহার ভরিয়ে দিয়ে মেঘগুলো সব জড়িয়ে রয়
শিখর'পরে অসীম আলো শেষ বেলাকার গায় বিজয়।

শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ,
প্রথম বার্ষিক শ্রেণী, D শাখা।

Th/244a